১৬-১২-১৬ প্রাতঃমুরলী ওম্ -শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা- তোমরা অর্ধেক কল্পের জন্য সুখধামে পবিত্র দিন পালন করবে কারণ ওখানে দুঃখের চিহ্ন মাত্র থাকে না"

প্রশ্নঃ- ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের বাবা এরকম কোন্ যুক্তি দেন, যে যুক্তির দ্বারা ওঁরা ওদের জীবন সফল বানাতে পারে ?

উত্তরঃ- বাবা বলেন-- নিজের জীবন সফল করতে হলে নিজের তন, মন, ধন সব ঈশ্বরীয় সেবাতে লাগাও । বাবাকে অনুসরণ করো । তারপর দেখবে-এর ফলে কি তোমাদের প্রাপ্ত হয় । আত্মা শোনা (পবিত্র) হয়ে যাবে । দেহও খুব সুন্দর প্রাপ্ত হবে । ধনও পর্যাপ্ত প্রাপ্ত হবে ।

গীতঃ- অবশেষে সেই দিন এল আজ....

ওম্ শান্তি । যখন বাবা ওম্ শান্তি বলেন তখন দাদাও ওম্ শান্তি বলেন । বাচ্চারাও মনে মনে বলে ওম্ শান্তি । যখন কেউ ভাষণ করে ওম্ শান্তি বলে । সেখানে যারা বসে থাকেন তারাও বলেন ওম্ শান্তি । সাড়া অবশ্যই দিতে হয় । এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারছো আত্মা আর পরমাত্মার এখন মিলন হচ্ছে । গাওয়াও হয়ে থাকে -- আত্মা আর পরমাত্মা পৃথক ছিল অনেক কাল... যার থকে অনেক কাল পৃথক থাকে, তার সাথেই সম্মুখ মিলন হয় । উনি (পরমআত্মা) আসেন নিজের ভূমিকা পালন করতে । ভক্তিমার্গে যাকে এত খুঁজতে থাকি, অবশেষে সেই দিনও আসে যখন বাবার সাথে মিলন হয় । খালি এক ভারতই হল অবিনাশী খণ্ড , বাকি সব বিনাশী খণ্ড । নতুন দুনিয়া কেবল ভারতই হয় । ভারতের কখনও বিনাশ হয় না । এ তো আছেই । এখন তো কত খণ্ড হয়ে গেছে । ভারতে যখন দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল তখন ওখানে কোনো খণ্ড ছিল না, কেবল ভারতবাসীই ছিল আর কোন মানুষ ছিল না । ভারতে কেবল সূর্যবংশী দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল । এখন তাঁদের কেবল চিত্র রয়ে গেছে । স্মৃতিচিহ্ন তো থাকা দরকার তাই না । প্রথমে ঝাড় কত ছোট হয় । তাকে বলা হয় রামরাজ্য, ঈশ্বরীয় রাজ্য । সে হল ঈশ্বরের স্থাপনা । এখন তো হল আসুরী স্থাপনা আর সত্যযুগে হল দৈবী স্থাপনা । ঈশ্বরের স্থাপনা অর্ধেক কল্প চলে তারপর আসুরী স্থাপনা হয়, যাকে রাবণরাজ্য বলে । ওটা হল নির্বিকারী দুনিয়া আর এটা হল বিকারী দুনিয়া । দুনিয়ায় কেউ জানে না যে এই দুনিয়ার চক্র কিভাবে ঘোরে । দেবী-দেবতারা আবার কোথায় গেলেন । পবিত্র যে সে পতিত কি করে হল । সিঁড়ি নামতেই হয় তাই না । কলা কম হতে থাকে । যেরকম চন্দ্রমাতে গ্রহণ লাগলে বলা হয় দান দিলে গ্রহণের প্রভাব থেকে মুক্ত হবে । এখন বাবা বলেন ৫ বিকারকে ছাড়ো । যখন তোমরা রাবণরাজ্য থেকে ছাড়া পাবে তখন রামরাজ্য স্থাপন হয়ে যাবে । ওখানে এই ৫ বিকার হয় না । এটাও কারো জানা নেই । মানুষ ভাবে এটা সদাই চলে আসছে । দুনিয়াতে মানুষের অনেক মত আছে । তোমাদের আছে একমত, একে বলা হয় অদ্বৈত মত । এখানে আছে আসুরী মত । তোমরা জানো আমরা ভারতবাসীরা রামরাজ্যে ছিলাম । পূজ্য থেকে পূজারী হয়েছো । বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে এই জ্ঞান এখন বসেছে । আমরাই পূজ্য ছিলাম আবার পুনর্জন্ম নিতে- নিতে পূজারী হয়েছি । ওঁরা ভাবে পরমাত্মাই পূজ্য পূজারী হন, এ সবই হল তাঁরই লীলা। সকল পরমাত্মাই হল পরমাত্মা, এটা হল সব থেকে বড় ভুল । এখন বাচ্চারা তোমাদের তো খুশী হয়, যে বাবাকে অর্ধেক কল্প ধরে

স্মরণ করেছি, এখন তাঁকে পেয়েছি । বলে দুঃখে স্মরণ সবাই করে, সুখে করে না কেউ । ঐ আত্মারাই দুঃখের সময়ে বাবাকে স্মরণ করে । সত্যযুগে কেউই বাবাকে ডাকবে না । তো এখন আত্মাদের পরমাত্মার সাথে, পরমাত্মার আমাদের আত্মার সাথে মেলা হয় । বাবা-ই হলেন জ্ঞানের সাগর, এতে জলের সাগরের কোনো কথাই নেই । সঙ্গমে দেখো কুম্ভের কত বড় মেলা হয়, এখন সত্যি-সত্যি মেলা তোমাদের লেগেছে । সবাই তো একসাথে হতে পারে না । কেউ এখান থেকে, কেউ অন্য কোথাও থেকে এসে থাকে । মেলাতে কত লোক যায় স্নান করতে । জন্ম-জন্মান্তর এঁরা স্নান করে এসেছেন । বলে এই মেলা লাগতেই থাকে । ছোট আর বড় কুম্ভও বলে থাকে । এখন বাবা তো একই বার আসেন পতিতকে পাবন বানাতে । গঙ্গাকে বলা হয় পতিত-পাবনী,
কিন্তু গঙ্গা কী জ্ঞান শোনাবে । এখানে তো পতিত-পাবন বাবা বসে সৃষ্টির আদি, মধ্য, অন্তের জ্ঞান শোনান । বাচ্চারা জানে এখন দুনিয়ার হাল কি । বিনাশ তো বাচ্চারা দেখেছে(সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে) । অর্জুন তো এই ব্রহ্মাই , তাই না! এ তো হল মনুষ্য রথ । ইনি বলেন আমি বিনাশকেও দেখেছি, নিজের রাজধানীও দেখে তবে ছেড়েছি । ঘর বাড়ি সব কিছু তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দিয়েছি । বিনাশ তো হবেই ।
এটা কোনো নতুন কথা নয় ।

এটা হল ঈশ্বরীয় দরবার, এখানে কোনো পতিতের বসা উচিত নয় । তাহলে একদম রসাতলে চলে যাবে পতিত হবার কারণে, এইজন্য পতিতের আসার হুকুমই নেই । এরকম কেউ-কেউ এসে যায় । ভাবে এরা কি জানে যে আমি বিকারে গেছি । এ খুবই নোংরা জিনিষ। বিদেশে ৪-৫ বাচ্চার জন্মদাতা পুরষ্কার পায় । *সত্যযুগে একটিই সন্তান হয় তাও বিকারের ওখানে কথাই নেই* । ওখানে তো রাবণরাজ্যই নেই ওখানে আছে রামরাজ্য । কন্যা বিয়ে করলে কন্যাকে গুপ্ত ভাবে অনেক কিছু দেয়, যা কেউ জানতে পারে না । বাবাও বলেন বাচ্চারা তোমাদের গুপ্ত দান দিই । কেউ জানতে পারে কি, আমি কি দিচ্ছি । এটা হল গুপ্ত । কেউ বুঝতে পারে না যে এই বি.কে বিশ্বের মালিক হবে । এটা এখন তুমি জান আমরা বিশ্বের মালিক ছিলাম আবার ৮৪ জন্ম নিই । আমরা কল্প-কল্প বাবার থেকে বর্সা নিই । বলে বাবা আমরা কল্প-কল্প তোমার সাথে মিলন পালন করি । কল্প পূর্বেও তোমার সাথে মিলন হয়েছিল । বাবাকেই রাম বলা হয়ে থাকে । ত্রেতার রাম নয়, ওনাকে তো ওনার সন্তানরাই কেবল বাবা বলবে । ইনি তো হলেন বেহদের বাবা । এখন বাবা বাচ্চারা তোমাদেরকে বলছেন । বাচ্চারা তোমাদের দৈবীগুণ ধারণ করে এরকম হতে হবে । এই দেবী-দেবতাদের কত মহিমা কীর্তন করে । কিন্তু বোঝে কিছুই না । বলে অচ্যুতম্ কেশবম্....এখন কোথায় রাম আর কোথায় নারায়ণ । সবাইকে মিশিয়ে দেয় । অর্থ কিছুই বের হয় না । এখন তোমাদেরকে একত্রে সবকিছু বোঝানো হয় । দ্বাপর থেকে এই ভক্তিমার্গ শুরু হয় । ৮৪ চক্র লাগিয়ে নিচে নামতেই হবে । ৮৪ জন্ম বলা হয়ে থাকে । বাবা জিজ্ঞাসা করলেন --এখানে তোমরা যে বসে আছো সবাই ৮৪ জন্ম নেবে নাকি কেউ কেউ ৮০-৮২ জন্মও নেবে? সবাই কি পাশ হবে ? যারা ভাগন্তি হয়ে যাবে তাদের জন্ম কি কম বেশি হবে না ? অবস্থা অনুসারেই সকলের ভুমিকা হবে তো । অনেকে আছে যারা আশ্চর্যজনক ভাবে ভাগন্তি হয়ে যাবে । তবে তারা সত্যযুগেতে কি করে আসবে । ওরা তো প্রজার মধ্যেও অনেক দেরিতে আসবে, কারণ গ্লানি করে থাকে । এতসব থোড়াই সূর্যবংশীতে আসতে পারবে । ক্রম অনুসার পুরুষার্থীরই মালা তৈরি হয় । বাবা তো হলেন জ্ঞানের সাগর । ওনার মধ্যে কি জ্ঞান আছে, এটাও কেউ জানে না । তোমাদের এখন জ্ঞান প্রাপ্ত হচ্ছে । ওরা তো কেবল স্তুতি করে

থাকে, বোঝেনা কিছুই । একে বলা হয় ভক্তিমার্গ । উৎসবও যা পালন করা হয় তাও সব হল এই সময়ের, যা পরে আবার পালন করা হয় । তোমাদের তো অর্ধেক কল্প সুখের উৎসবের দিন প্রাপ্ত হয়। কখনও দুঃখের নাম দেখবে না । উৎসবের দিন হয়ে যায় কারণ তোমরা পবিত্র হয়ে যাও তাই না । বাবা বোঝান তোমাদের এটা শেষ জন্ম আছে । যখন রাবণরাজ্য শুরু হয়, তখন তাকে মৃত্যুলোক বলা হয়ে থাকে । মৃত্যুলোক মুর্দাবাদ... অমরলোক জিন্দাবাদ বলা হয়ে থাকে । সুখ আর দুঃখ, রাম আর রাবণের এই খেলা । রামের দ্বারা তোমরা রাজ্য পাও, রাবণের দ্বারা তোমরা রাজ্য হারাও । বাবা বলেন তোমরা নিজের জীবনকে জানো না আর কেউ এরকম বলতে পারে না, বাবাই বলে থাকেন । ওরা তো ৮৪ লক্ষ বলে দেয় । ফলে কল্পের আয়ু লক্ষ বছর হয়ে যায় । কিছুই বুদ্ধিতে আসে না, যে এই কথাকে বুঝতে পারে । কল্পের আয়ুও ভুল লিখে দিয়েছে । এই শাস্ত্র আদি সব হল ভক্তিমার্গের । বাচ্চারা তোমাদের কত সহজ ভাবে বোঝানো হয় । পরে আরও ভালভাবে বোঝাবে । যখন কেউ মরে তখন ঐ সময় অল্প বৈরাগ্য

হয়, তাকে বলে শ্মশানী বৈরাগ্য । শ্মশান থকে বেরিয়ে বাজারেতে গেলে সব শেষ, গিয়ে মাংস, মদ কিনবে । তোমাদের বাচ্চাদের এই সময় আছে সারা পুরনো দুনিয়া থেকে বৈরাগ্য । বাবা বোঝান বৈরাগ্য দুই প্রকারের আছে । নিবৃত্তি মার্গীদের হোল হদের বৈরাগ্য । ওরা প্রবৃত্তি মার্গের জন্য জ্ঞান দেবেই না । দুজনে পবিত্র হও-এটা ওরা বলতে পারে না । গীতা ওরা শোনাতে পারে না । তোমাদের তো জ্ঞানের সাগর থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত হয় । ওরা বোঝেও কিন্তু ওদের ভয় থাকে । আগে গিয়ে মেনে নেবে যে নিশ্চয় গীতা কৃষ্ণ শোনান নি । যদি এখন বলো তবে ওনার সব অনুসরণকারীরা পালিয়ে যাবে । তৎক্ষণাৎ বলবে যে এঁর বি.কের জাদু লেগে গেছে । এখন বাবা বোঝাচ্ছেন যদি দেবতা হতে হয় তো দৈবীগুণ ধারণ করো । মুখ্য কথা হল পবিত্রতার । এখানে মানুষের খাওয়া দাওয়াই দেখ কত আসুরী । জন্ম-জন্মান্তরের পাপ আত্মা । পুণ্য আত্মা একটিও নেই । এখন তোমরা তা তৈরি হচ্ছ । সত্যযুগে সব পুণ্য আত্মা হয় । ওখানে আছেই সব শ্রেষ্ঠাচারী পবিত্র । এখানে আছে ভ্রষ্টাচারী পতিত । সত্যযুগে ৫ বিকার হয় না । রামরাজ্য রাবণরাজ্যে কত পার্থক্য হয়ে যায়, একে তো রাবণরাজ্য বলবে তাই না । পতিত-পাবন হলেন এক-ই, গড ফাদার । তোমরা জানো উনি হলেন আমাদের বেহদের পিতা । বেহদের বাবা, রচয়িতাকে রচনা স্মরণ করে । বাবা বুঝিয়েছেন-সত্যযুগে আছে একজন বাবা । তারপর হয় দুজন বাবা । লৌকিক আর পারলৌকিক । ভক্তিমার্গে লৌকিক বাবা থাকা সত্বেও পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করে থাকে । এখানে তো এটা অদ্ভুত যে- বাবা আর দাদা দুজনেই বসে আছেন । এটাও তোমরা বাচ্চারা জানো, আবার বার বার ভুলে যাও । প্রিজাপিতা ব্রহ্মা তো গায়ন আছে তাই না । উনি এখনই প্রাপ্ত হন । প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন সাকার । উনি(শিববাবা) হলেন নিরাকার । নিরাকার আর সাকার দুজনে একত্রে আছেন । দুজনেরই উচ্চ

স্থান, এঁদের থেকে উচ্চ কেউই হতে পারে না আর কত সাধারণ ভাবে ওনারা বসে আছেন । পড়াও কত সহজ আছে বাচ্চাদের জন্য । বাবা খালি বলেন নিজেকে আত্মা ভাবো । আত্মা হল অবিনাশী, এই দেহ হল বিনাশী । এক শরীর ত্যাগ করে আত্মা আর এক শরীর ধারণ করে, তোমাদের তাই কাঁদবার

দরকার নেই । মনুষ্য শরীরকে স্মরণ করার জন্যই মানুষ কেঁদে থাকে । তোমাদের কান্নার দরকার নেই । সত্যযুগে কখনও কেউ কাঁদে না । ওখানে হলই মোহজিত । এইসব কথা তোমাদের সঙ্গমেই বোঝানো হয়ে থাকে । তোমাদের এই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র দেখে অনেক খুশী হওয়া দরকার এইজন্য বাবা বলেছেন যে এই লক্ষ্মী-নারায়ণ, ত্রিমূর্তির ব্যাজ বা মেডেল পকেটে রেখে দাও । থেকে,

থেকে পকেট থেকে বার করে দেখো । আহা! আমি তো এই হতে চলেছি । খুব খুশী হবে । অন্যদেরকেও দেখিয়ে খুশী দাও যে আমি এরকম তৈরি হচ্ছি । দেখলে পরে খুশী হব । আমি তো শিববাবার সন্তান । আমাকে কোনো কথার কেন পরোয়া করতে হবে । কিছু কম হলে কি আছে! আমরা তো ভবিষ্যতে ২১ জন্মের জন্য পদমপতি হই। দেখো, বাবা তো সবকিছু দিয়ে দিয়েছেন । তাহলে লাভে রয়েছ না লোকসানে আছ ? বাবা এখন সামনে এসে বোঝাচ্ছেন । তোমাদের এই ধনদৌলত সবকিছু মাটিতে মিশে যাওয়ার আছে । নিজের জীবন সফল করতে চাও তবে নিজের তন, মন, ধন এতে লাগাও তারপর এর প্রাপ্তি স্বরূপ দেখো তুমি কি পাও ! আত্মাও স্বর্ণীম হয়ে যায় আর তনও সুন্দর, ধন তো অগাধ থাকে । আচ্ছা ।

মিষ্টি- মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতার বাপদাদার স্মরণ- ভালবাসা আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদেরকে জানায় নমস্কার ।

ধারনার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) আমি হলাম শিববাবার সন্তান, আমাকে ২১ জন্মের জন্য পদমাপতি হতে হবে, এই খুশীতে থাকতে হবে আর সবাইকে খুশীতে রাখতে হবে । কোনো কথার পরোয়া করা উচিত নয় ।

২) এক বাবার অদ্বৈত মতে চলে বেহদের বৈরাগী হতে হবে । এক বাবাকেই অনুসরণ করতে হবে ।

বরদানঃ- সহনশক্তির বিশেষত্বের দ্বারা অন্যের সংস্কারকে পরিবর্তন করে দৃঢ়সঙ্কল্পধারী ভব ।

যেরকম ব্রহ্মাবাবা জ্ঞানী অজ্ঞানী আত্মাদের দ্বারা অপমান সহ্য করে তাকে পরিবর্তন করেছেন সেইরকম অনুসরণকারী হও। এর জন্য নিজের সঙ্কল্পে কেবল দৃঢ়তা ধারণ করো । এটা ভেব না যে কতদূর হবে । প্রথমে এরকম লাগে যে কতদূর হবে, কতখানি সহ্য করবো । কিন্তু তোমাকে কেউ কিছু বলেও তো চুপ থাকো, সহ্য করে নাও তো সেও বদলে যাবে । দুঃখী হয়ো না ।

স্লোগানঃ- সঙ্গমে সহ্য করে নেওয়া, নত হওয়া, এটাই হল সব থেকে বড় মহানতা ।